ডাব্লিউএমআরআই গম ২

আগাম, উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত

অবমুক্তির বছর ২০২০

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

ডাব্লিউএমআরআই গম ২

আগাম, উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত

অবমুক্তির বছর ২০২০

বারি গম ২৬ এবং বারি গম ২৫ নামক ২টি জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজন্মে ও আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জাতটি বিএডাব্লিউ ১২০৮ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৭ ও ২০১৮ সালের গবেষণা মাঠ পরীক্ষায় এবং ২০১৯ সালে কৃষকের মাঠে উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহনশীল ও দানা সাদা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেন্টিমিটার। শীষ বের হতে ৬০-৬৬ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৬-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪১-৪৩টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম)। জাতটি গমের পাতার দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং গমের ব্লাস্ট রোগ সহনশীল। জাতটি খাটো হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি আগাম ও তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫০০-৫৫০০ কেজি।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

চারা অবস্থায় কুশিগুলো প্রায় খাড়া (Semi Erect) থাকে। নিশান পাতার খোলে খুব স্পষ্ট মোমের মত আবরণ (Glaucosity) এবং পত্র ফলক, কান্ড ও স্পাইকে হালকাভাবে (Weak) থাকে। নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী প্রস্থের। নিচের গ্লুমের ঘাড় সমতল ও গ্লুমের ঠোঁট খাটো (Short Beak Length)।

উপযোগিতা

জাতটি আগাম, উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী। তবে জাতটি ব্লাস্ট রোগ সহনশীল হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

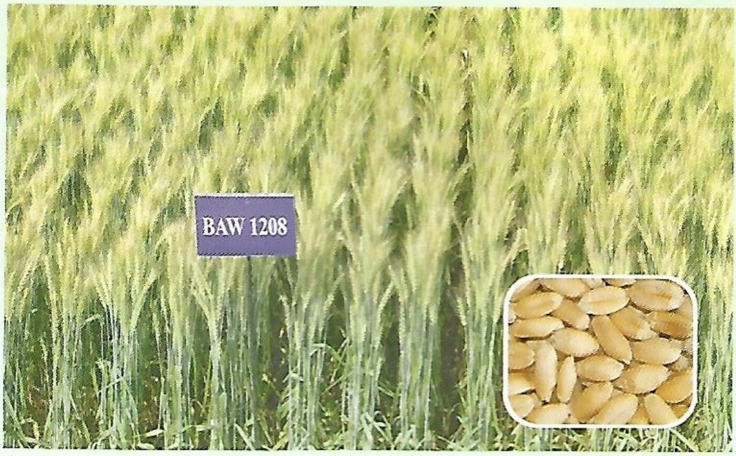

ডাব্লিউএমআরআই গম ২

উৎপাদন কলাকৌশল

বপনের সময়

জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুনলেও ভাল ফলন দেয়।

বীজের হার ও বীজ শোধন

গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

সার প্রয়োগ

গম চাষে সুষম সার ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সার প্রয়োগ উত্তম। জমি চাষের আগে বা জমি চাষের সময় জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। অত:পর দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি/ডিএপি (ফসফরাস), এমওপি, জিপসাম ও বোরন সার শেষ চাষে জমিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারের পরিমাণ

সার	মাত্রা (কেজি/হেক্টর)
শেষ চাষে প্রয়োগ	
ইউরিয়া	১৫০-১৭৫
টিএসপি/*ডিএপি	১৩৫-১৫০
এমওপি	১২০-১৬০
জিপসাম	১১০-১২৫
বরিক এসিড	৬.০-৭.৫
গোবর/কম্পোস্ট	৭৫০০-১০০০০
** মুরগীর বিষ্টা	৩০০০
উপরি প্রয়োগ	
ইউরিয়া	৭৫-৮৫

* টিএসপি এর পরিবর্তে সমপরিমান ডিএপি সার ব্যবহার করলে ডিএপি সারে ১৮% হারে নাইট্রোজেন ধরে হিসেব করে ইউরিয়া সারের পরিমাণ শেষ চাষে ২৪-২৭ কেজি কমাতে হবে।

** জৈব সার হিসেবে গোবর বা কম্পোস্ট বা মুরগীর বিষ্টা ব্যবহার করা যাবে।

অম্লীয় মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগ

তীব্র অম্লীয় মাটিতে (pH<৫.৫) প্রতি শতাংশে ৪ কেজি বা একরে ৪০০ কেজি বা হেক্টরে ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। জো অবস্থায় ফাকা জমিতে ডলোচুন প্রয়োগ করে সাথে সাথেই আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ডলোচুন ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। জমি শুষ্ক হলে হালকা সেচ দিয়ে জো নিয়ে আসার পর ডলোচুন প্রয়োগ করুন। ডলোচুন প্রয়োগের পর কমপক্ষে ৭ দিন পর ফসল বুনুন। ডলোচুন প্রয়োগে গমের ফলন ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ডলোচুন একবার প্রয়োগ করলে পরবর্তী তিন বছর প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

সেচ

মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার পূর্বে (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা

থাকা অবস্থায় হেক্টর প্রতি অবশিষ্ট ৭৫-৮৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া, কাকরি, শাকনটে ইত্যাদি) দমনের জন্য এফিনিটি নামক আগাছানাশক ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ গ্রাম হারে মিশিয়ে একবার সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সময়মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ-বালাই দমন

গমে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তবে ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলেই ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড) বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে দমন করতে হবে। গর্তে ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করেও ইঁদুর দমন করা যায়।

গমের ছত্রাক জনিত রোগ যেমন- পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ, মরিচা রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি দমনে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং তার ১২-১৫ দিন পর আরেকবার অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কেটে গম মাড়াই করতে হবে। মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই গম মাড়াই করা যায়। গম ভালোভাবে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে পুষ্ট বীজ ধাতব পাত্রে বা প্লাস্টিক ড্রামে অথবা পলিথিনের বস্তায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ ঝেড়ে ভালভাবে পরিষ্কার করার পর ১.৭৫-২.৫০ মিমি ছিদ্র বিশিষ্ট চালনি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

রচনায়

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ

সম্পাদনায়

মো. মনোয়ার হোসেন
ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ
ড. মো. বদরুজ্জামান
ড. মো. আবু জামান সরকার
ড. মো. এছরাইল হোসেন

প্রকাশ কাল

অক্টোবর ২০২০ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা

৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রচার ও প্রকাশনায়

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

অর্থায়নে

"রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকাশনা খাত"

প্রয়োজনীয় অধিক তথ্যের জন্য

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন: ০৫৩১-৬৩৩৪২
ওয়েবসাইট: www.bwmri.gov.bd

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।
মোবা: ০১৭১৬-৮৫৫৯৯৮, ই-মেইল: printvalley@gmail.com